‘বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ছিলেন বঙ্গমাতা’

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক সহযোদ্ধা।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে শুধু বাঙালির জাতির পিতা আর বাংলাদেশের স্রষ্টাই হননি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ববরেন্য রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। আর এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারই সহধর্মিণী ও বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তার সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংকালে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন।

ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের সঙ্গে বিশ্বের আরেক খ্যাতিমান নারী এলিনর রুজেভেল্টের অনেক মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এলিনর রুজেভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রের চারবার নির্বাচিত ও দীর্ঘকালীন সময়ের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্কলিন ডি রুজেভেল্টের স্ত্রী। বেগম মুজিব আর এলিনর রুজেভেল্ট দুজনেই শৈশবে তাদের বাবা-মা হারিয়েছিলেন, দুজনেই তাদের চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেছিলেন আর দুজনেই তাদের স্বামীর রাজনীতিতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

‘তাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব একটা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছিলেন আর এলিনর রুজেভেল্টের ক্ষেত্রে তা হয়নি।’

আওয়ামী লীগের এই নেতা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক, অর্থাৎ, ৭ই মার্চের ভাষণের আগ মুহূর্তে বঙ্গমাতাই জাতির পিতাকে চুড়ান্ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। জাতির পিতার আমৃত্যু সঙ্গী মহীয়সী নারী, দেশের স্বাধীনতাসহ সকল গৌরব অর্জনের নেপথ্য

প্রেরণাদাত্রী বঙ্গমাতা মুজিব।

সূত্র- যুগান্তর

‘বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন বঙ্গমাতা’

‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বাঙালির অহংকার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, ছিলেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূতও।’

বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। যেকোনো পরিস্থিতি তিনি বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা দিয়ে মোকাবেলা করতেন। তিনি কেবল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি এই মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এ বছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক’ যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মো. আবদুল হামিদ বলেন, দেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার কারাবরণ করতে হয়েছে। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সেই কঠিন দিনগুলো স্বামীর পাশে থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি স্বামীর মুক্তির জন্য মামলা পরিচালনা, দলের সাংগঠনিক কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান সবই

তাঁকে করতে হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও ছিলেন বঙ্গমাতা। তাঁরই অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু হৃদয় থেকে উৎসারিত যে অলিখিত ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ছিল স্বাধীনতার ডাক। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা তাঁকে বঙ্গমাতায় অভিষিক্ত করেছে।

বঙ্গবন্ধু জেলে থাকাকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গমাতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহংকার ও পরোপকারী। পার্থিব বিত্ত-বৈভব বা ক্ষমতার জৌলুস কখনও তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, গরিব-দুখীদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী- পুত্র-পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। জাতির ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। বঙ্গমাতা আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সবসময় আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন রাষ্ট্রপতি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

টেকনাফের ডেইলপাড়ার বাসিন্দা রমজান আলী বলেন, ‘ওসি প্রদীপের সহযোগীরা নিরপরাধ লোকদের মাদক কারবারি বানিয়েছে। তারা অভিযানে গেলে সঙ্গে থাকত একটি করে নোয়া গাড়ি। এসব গাড়ি নিয়ে তারা টেকনাফের আনাচকানাচ চষে বেড়াত এবং লোকজনকে আটক করে রাতে থানায় নিয়ে যেত। কেউ দাবি করা টাকা না দিলে তার ভাগ্যে জুটত বুলেট।’

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক কর্মকর্তা জানান, আত্মীয়-স্বজনের নামে কক্সবাজারের বিভিন্ন পয়েন্টে জমি কিনে বাড়ি করেছেন প্রদীপ। রয়েছে গাড়ি। তাঁর স্ত্রী চুমকীর নামে চট্টগ্রাম মহানগরে ছয়তলা বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট, একাধিক গাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের তথ্যও পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এরই মধ্যে তাঁদের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) চট্টগ্রাম কার্যালয়। একাধিক সূত্র দাবি করেছে, ভারতের আসামের রাজধানী গুয়াহাটি শহরের পল্টন স্টেশনের পাশে প্রদীপের দুটি অভিজাত বাড়ি রয়েছে।

১৯৯৫ সালে জোট সরকারের আমলে কক্সবাজারের শীর্ষস্থানীয় বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমেদের ঘনিষ্ঠ কর্মী বলে পরিচিত প্রদীপ পুলিশে উপপরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের আস্থাভাজন বনে যান প্রদীপ।

২০১৮ সালের মহেশখালী থানার ওসি থাকা অবস্থায় নিজেকে আওয়ামী লীগের মতাদর্শী প্রমাণে উপজেলা কমিটির সভায় নিয়মিত হাজির হতেন প্রদীপ। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নেতাকর্মীরা ছিলেন বিব্রত। তবে ক্ষমতাধর প্রদীপের ভয়ে কেউ আপত্তি জানাতে সাহস পাননি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

ভারতে মৃত্যু ছাড়াল ৪২ হাজার,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

শনাক্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

সূত্র- যুগান্তর

যে কারণে এই সবজির বীজ রাখতেই হবে ডায়েটে

করোনাভাইরাস আবহে আরও বেশি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর দিকে নজর দিতে বলেছেন চিকিৎসকেরা। বেশি করে শাক-সবজি খেতে বলছেন তারা। কিন্তু এমন একটি সবজি রয়েছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেটির বীজ ফেলে দেন অনেকে। পুষ্টিবিদরা কিন্তু বলছেন, ডায়েটে ওই বীজ থাকলে তা ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

মিষ্টি কুমড়া। খেতে চান না অনেকেই। মিষ্টি কুমড়ার বীজ এই সবজির অন্যতম উপাদান। অনেকে আবার কুমড়া খেলেও বীজ ফেলে দেন। কিন্তু এই বীজেই রয়েছে শরীরের অপরিহার্য ফ্যাট। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের অন্যতম উৎস কুমড়ার বীজ। শরীরে নিজে থেকে এটি তৈরি হয় না। তাই খাবারের মাধ্যমে এটি যাতে শরীরে যায়, খেয়াল রাখতেই হবে সে দিকে। রোজ অল্প কয়েকটা কুমড়ার বীজ খেতে পারলে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ সমৃদ্ধ এই বীজ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রদাহ কমাতে এবং ওবেসিটি বা স্থুলতা রুখতেও সাহায্য করে।

কুমড়ার বীজে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে। মাত্র ১০০ গ্রাম বীজে থাকে ১৮ গ্রাম ফাইবার। এটি এক জন মানুষের দৈনিক চাহিদার ৭২ শতাংশই পূরণ করে। ফাইবার কোলনের ভালো ব্যাক্টিরিয়ার খাদ্যের জোগান দেয়। ‘মাইক্রোবিয়াল ব্যালান্স’ বা অণুজীবের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ক্রনিক রোগেরও উপশম করে এই বীজ।

ভালো কোলেস্টেরল, অর্থাৎ হাই ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এইচডিএল) এবং খারাপ কোলেস্টেরল, অর্থাৎ লো ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন (এলডিএল)-এই দুই ধরনের কোলেস্টেরলই তৈরি হয় লিভারে। এলডিএল

ধমনীর প্রাচীরে তৈরি হওয়ায় ব্লকেজ তৈরি হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। যেখানে এইচডিএল খারাপ কোলেস্টেরল সরিয়ে রিসাইকেলে সাহায্য করে। কুমড়ার বীজ এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।

পিইউএফএ এবং লিপোফিলিক অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকার কারণেও এই বীজ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকার কারণে ফ্রি র্যাডিক্যাল ধ্বংস করে এটি।

ভারতীয় পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী বলেন, “ফ্রি র্যাডিক্যাল কোষের প্রোটিন, ডিএনএ, সেল মেমব্রেনের ইলেকট্রন ‘চুরি’ করে, অক্সিডেশনের মাধ্যমে। এই ফ্রি র্যাডিক্যালের মোকাবিলা করে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট।”

দেশটির মেডিসিন চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, বীজে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট থাকলে সেটি রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় ঠাণ্ডা লাগা, ফ্লু, ক্লান্ত হয়ে পড়া, এই সমস্যাগুলির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুমড়ার বীজে থাকে সেরোটনিন, এই নিউরোকেমিক্যালকে বলা হয় প্রাকৃতিক ঘুমের ওষুধ। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওষুধের পরিবর্তে এটি খেতে পারেন। এ ছাড়াও আর্থারাইটিসের ব্যথায় এই বীজের তেল মালিশ করলে খানিকটা উপশমও মেলে। এই বীজে প্রচুর পরিমাণে জিঙ্ক থাকার কারণে সেটি প্রস্টেটের সমস্যাকে দূরে রাখে। ইনসুলিনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রয়েছে মিষ্টি কুমড়ার বীজের। কারণ এটি অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

তবে আরও একটা কারণে এই বীজের গুরুত্ব আছে। কুমড়ার বীজে রয়েছে কিউকারবিটিন, এ ছাড়াও ভিটামিন সি থাকার কারণে চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এটি।

এটি যেভাবে খেতে হবে

কম ক্যালরি, ভরপুর পুষ্টিতে ভরা কুমড়ার বীজ ফেলে দেবেন না। বরং বীজ বেটে রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহার করতে পারেন কাঁচা স্যালাডে কিংবা সুপেও। বীজ অল্প সেঁকে স্ন্যাক্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে সব থেকে ভালো এমনটাই জানালেন পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী।

সূত্র: আনন্দবাজার।

অতিরিক্ত টিভি দেখায় স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঝুঁকি বেশি!

বিগত মাস খানেক ধরে করোনা আতঙ্কের জেরে ঘরবন্দী হয়ে কাটাচ্ছেন বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই তাই বেড়েছে ইন্টারনেটের ব্যবহার। একই কারণে টিভির সামনেও বিভিন্ন ধারাবাহিক, সিনেমা বা রিয়ালিটি শো দেখার ভিড় বেড়েছে। খবর জি নিউজের।

তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, অতিরিক্ত সময় টিভির সামনে যারা কাটান, তাদের মধ্যে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকটাই! এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে ইউকে বায়োব্যাংক-এর একটি সমীক্ষার রিপোর্টে।

৩৭ থেকে ৭৩ বছর বয়সী মোট ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৬৬ জনের উপর এই সমীক্ষা চালায় ইউকে বায়োব্যাংক। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের টিভি দেখার প্রবণতা বেশি বা যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় টিভির সামনে কাটান, তাদের মধ্যে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেশি।

গবেষকদের মতে, কোনও ব্যক্তিরই দিনে ২ ঘণ্টার বেশি টিভি দেখা উচিৎ নয়। এই গবেষণা দলের প্রধান হামিশ ফস্টার জানান, অতিরিক্ত সময় টিভির সামনে বসে কাটানোর ফলে শুধু স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক নয়, অনিদ্রা, অবসাদের মতো একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

গবেষণা দলের প্রধান হামিশ ফস্টার জানান, কোনও ব্যক্তি যদি প্রতিদিন নিয়ম করে টিভি দেখার সময় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারেন এবং এর সঙ্গেই দিনে অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটাচলার অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি প্রায় ১০

শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে ফেলা সম্ভব।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনায় আক্রান্ত মাশরাফির মা- বাবাসহ পরিবারের ৪ জন

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার বাবা গোলাম মর্তুজা স্বপন ও মা বলাকা মর্তুজা। এচছাড়াও মাশরাফির মামি কামরুন নাহার কুহু ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সুমাইয়া তুহাও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

জানা গেছে, শরীরে করোনার উপসর্গ থাকায় বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) মাশরাফির বাবা গোলাম মর্তুজা স্বপন, মা হামিদা মর্তুজা, মামি কামরুন নাহার ও ছোট ভাই মুরসালিনের স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন নমুনা দেন। পরে শুক্রবার (৭ আগস্ট) রাতে তাদের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

আজ শনিবার সকালে নড়াইল সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নড়াইল এক্সপ্রেস ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা রাসেল বিল্লাহ বলেন, মাশরাফি পরিবারের আক্রান্ত চারজনই নড়াইলের বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা সবাই সুস্থ আছেন।

এর আগে গত ১৯ জুন করোনাভাইরাস পরীক্ষা করান মাশরাফি। পরদিন তার ফল আসে পজিটিভ। আক্রান্ত হওয়ার পর বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেন তিনি।

এরপর ১২ জুলাই আবার নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং ১৪ জুলাই রাতে কোভিড-১৯ নেগেটিভ ফল পাওয়া যায়। সাংসদ মাশরাফির স্ত্রী সুমনা হক এবং ছোট ভাই মোরসালিন মর্তুজাও করোনাভাইসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তারা সুস্থ রয়েছেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর

হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

মেহেরপুরে পারিবারিকভাবে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন

মেহেরপুরে পারিবারিক ভাবে কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রাক্তণ শিক্ষক সুশিল চক্রবর্তির থানাপাড়ার বাড়িতে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তী, সাবেক প্রধান শিক্ষক হাসেম আলী, শিক্ষক মিনারুল ইসলাম, রবিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা ব্যানার্জি প্রমুখ।

আলোচনা শেষে শিক্ষক সুশীল চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন আরাত্রিকা চক্রবর্তী ও মোঃ মিনারুল ইসলাম। কবিতা পাঠ করেন শিক্ষক মোঃ হাসেম আলী ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

উল্লেখ্য, ৩৮ বছর ধরে শিক্ষক সুশিল চক্রবর্তী পারিবারিকভাবে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবস পালন করে আসছেন।